তারিখ: 27 DEC 2005
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৯

যুগান্তর

মাদ্রাসা শিক্ষা ধর্মান্ধ ও সন্ত্রাসী সৃষ্টি করে না

—শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা কখনও ধর্মান্ধ সৃষ্টি করে না। মাদ্রাসায় সন্ত্রাসীও সৃষ্টি হয় না। কওমি মাদ্রাসা ভারতের দেওবন্দের অনুসরণে ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মান্ধ শিক্ষা এবং সন্ত্রাসী সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে যারা অভিযোগ করছে তারা পরিকল্পিতভাবেই করছে। এরা সেই চেনা মুখ। যারা পাকিস্তান আমলেও ইসলাম ও মাদ্রাসার বিরোধিতা করে। শুধু ইসলামের কথা শুনলেই এদের গাত্র জ্বালা বেড়ে যায়।

সোমবার রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে দেশের সব কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং পরীক্ষার কেন্দ্র সচিবদের এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সারাদেশ থেকে প্রায় ৪০০ শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন, সংসদ সদস্য আজিজুর রহমান, মাউশি'র ডিজি প্রফেসর দিলারা হাফিজ, মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালনা পরিষদের সদস্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, নরসিংদী জামেয়া কাসেমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা সৈয়দ কামাল উদ্দিন জাফরী, কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. ইদ্রিস আলী, ওলামা দলের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নেছারুল হক, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সাধারণ সম্পাদক সিব্বির আহমদ মমতাজী প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরিকল্পিতভাবে জোট সরকারকে, জাতিকে এবং এদেশের তৌহিদি জনতাকে বিপর্যস্ত করার জন্য জঙ্গিবাদ ইস্যু সৃষ্টি করা হচ্ছে। দেশকে অকার্যকর হিসেবে প্রমাণিত করার জন্যই এসব করা হচ্ছে। যে গুটিকয়েক ব্যক্তি এসব করছে তারা আপামর জনসাধারণ এবং ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। কারা কিসের উদ্দেশে এসব কর্মকাণ্ডের মদদ দিচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। দেশের এই পরিস্থিতিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, ৪০টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় দিলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিলেই ওদের গাত্র জ্বালা বেড়ে যায়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কী শুধু ইসলামী বিষয়ই পড়ানো হবে?

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বসে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। যদি তাই না হতো তাহলে নেত্রীরা বিদেশের মাটিতে গিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিঘাঁটি আছে একথা বলতেন না। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর সমাবেশ করে কওমি মাদ্রাসা বন্ধের ঘোষণা দেন; এরপর আর বলতে হয় না কারা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র করছে।

মাওলানা কামাল উদ্দিন জাফরী বলেন, মাদ্রাসায় যেমন ইংরেজি, বাংলা, অংক, বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়, তেমনি কোরআন-হাদিস-ফিকহের শিক্ষা দেয়া হয়। এখানেই দুনিয়া ও আখেরাতের শিক্ষা দেয়া হয়। যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা নুরুল ইসলাম এবং টাঙ্গাইলের গোপালপুর কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোস্তফা কামাল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে যেমন সবাইকে সন্ত্রাসী বলা যায় না; তেমনি কোন আমলে মাদ্রাসার ছাত্র ছিল এমন কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লে ঢালাওভাবে সব মাদ্রাসার ছাত্রকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত উচিত হবে না। একটি গোষ্ঠী নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এসব ষড়যন্ত্র করছে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।